দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 APR 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

92

বান্দরবানে প্রাথমিক শিক্ষার হাল

৫৯টি স্কুল চলছে ১ জন করে শিক্ষক দিয়ে

বান্দরবান, ৭ই এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— পার্বত্য বান্দরবান জেলায় স্থানীয় সরকার, পরিষদের কাছে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়টি হস্তান্তরের দীর্ঘদিন পরেও সমস্যা সমাধানে এগোয়নি কেউ। শিক্ষক, বিদ্যালয়গৃহ ও আসবাবপত্র সংকট তীব্রভাবে দেখা দিলেও এর প্রতিকারে আজও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

জেলার ৭টি উপজেলায় ৪৯টি বেসরকারীসহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২শ' ৬৮টি। শিক্ষক সংখ্যা ৬শ' ৮৪ জন, অর্থাৎ গড়ে ২ দশমিক ৫৫ জন শিক্ষক নিয়োজিত আছেন প্রতিটি বিদ্যালয়ে। জেলার ৫৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন করে শিক্ষক রয়েছে, ৩৫টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। ৩টি উপজেলায় শিক্ষা অফিসার এবং ৭ জন সহকারী শিক্ষা অফিসার কর্মরত আছেন দাপ্তরিকভাবে। আলীকদম ও থানছি উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে সহকারী শিক্ষা অফিসারের পদ শূন্য রয়েছে। থানছি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকরা ৩ মাস ধরে বেতন পায়নি কর্মকর্তা না থাকায়। ওই উপজেলায় ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী বিনামূল্যের বইও পায়নি।

স্থানীয় সরকার পরিষদ ২০টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দানের কথা ঘোষণা দিলেও গত ৩ মাস অতিবাহিত হবার পরও সেই ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়নি। সারা দেশে শূন্য পদে শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু বান্দরবান জেলায় শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যাপারে কোন মহল এগিয়ে আসছেনা।

শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৯শে এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়ে জেলায় ১শ' ৭৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে ১শ'টি বিদ্যালয়গৃহ পুরোপুরিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়সমূহ পুনঃ মেরামত ও নির্মাণের জন্য ৩৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। গত ১১ই মার্চ উক্ত টাকা বিদ্যালয়গৃহ মেরামত ও নির্মাণের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের কাছে জেলা প্রশাসন হস্তান্তর করেছে। কাজ শুরু করার এখনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

এদিকে স্থানীয় সরকার পরিষদ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে ২০টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ইতিমধ্যে ৬টি বিদ্যালয়ে ক্লাস গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষাকে একেবারেই উপেক্ষা করে রাখা হয়েছে এ জেলায়।